যুগান্তর

তারিখ 25 OCT 2017

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা

প্রশ্নফাঁস রোধে চার পদক্ষেপ

যুগান্তর রিপোর্ট

৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে ঢুকতে হবে

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস রোধে চারটি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ছাত্রছাত্রীদের সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। সব শিক্ষার্থী কেন্দ্রে ঢোকার পর প্রশ্নের প্যাকেট খোলা হবে। পরীক্ষার সময়ে কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে। পরীক্ষার হলে শুধু কেন্দ্র সচিব ক্যামেরাবিহীন মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন। মঙ্গলবার পরীক্ষাসংক্রান্ত জাতীয় মনিটরিং ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রশ্নফাঁস রোধে এমসিকিউ (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন) বন্ধের সুপারিশ এসেছে। তবে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এবার জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা ১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে। এতে প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন যুগান্তরকে বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সাড়ে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

প্রশ্নফাঁস রোধে চার পদক্ষেপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৯টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। এরপর কেউ আর ঢুকতে পারবে না। পরীক্ষার সময়ে কোচিং সেন্টার বন্ধের ব্যাপারে প্রস্তাবও এসেছে। এ ব্যাপারে আমরা কাল (আজ) সিদ্ধান্ত জানাব। আর পরীক্ষা কেন্দ্রে শুধু সচিব ক্যামেরাবিহীন মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন। তবে সেটা অফিস কক্ষের বাইরে নেয়া যাবে না। কোনো প্রয়োজনে পরীক্ষার মূল হলে যেতে হলে মোবাইল অফিসে রেখে যাবেন তিনি। এ নির্দেশনা যে বা যারা লঙ্ঘন করবেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

> সব শিক্ষার্থী কেন্দ্রে ঢোকার পর প্রশ্নের প্যাকেট খুলতে হবে
>
> পরীক্ষার সময়ে কোচিং বন্ধ
>
> কেন্দ্রে কেবল সচিব ক্যামেরাবিহীন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন

এমসিকিউ বন্ধের ব্যাপারে সচিব বলেন, 'যে পরীক্ষা মূল্যায়ন হয় না এবং অন্যায্য উপায় অবলম্বনের পথ প্রশস্ত করে, সেটি রাখা না রাখা সমান কথা। এ ব্যাপারে এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নয়। এর সঙ্গে যেহেতু কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রম সংশোধনের সম্পর্ক আছে। তাই করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট ফোরামে আলোচনা করা হবে।'

সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমানসহ বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, পুলিশ, র‍্যাব, সিআইডি ও এনএসআই প্রতিনিধি এবং জনপ্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যাতে কোনো অনিয়ম, নকল বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা না ঘটে সেজন্যই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট চালু থাকবে। এরপরও কোনো অনিয়ম বা প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটলে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হবে।' এদিকে ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে প্রবেশের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলেও এরপর ঢুকতে না দেয়ার বিষয়টি বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টদের কেউ কেউ। সভায় অংশ নেয়া একজন সদস্য যুগান্তরকে বলেন, 'আগে থেকে এ ব্যাপারে প্রচার করা হয়নি। ঢাকাসহ বড় শহরে যানজট বড় সংকট। তাই বাস্তব কারণেও অনেকের বিলম্ব হতে পারে। তবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষা শুরুর সময় সাড়ে ৯টা উল্লেখ করে আগেভাগে সিদ্ধান্ত জানালে সমস্যা হবে না। এ ধরনের আলোচনাও সভায় উঠেছে।'

পরীক্ষার রুটিন : ১ নভেম্বর বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা হবে জেএসসিতে। পরদিন হবে বাংলা দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা। ৫ নভেম্বর ইংরেজি প্রথম ও ৬ নভেম্বর হবে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা। ৭ নভেম্বর ধর্ম ও নৈতিকতা, ৮ নভেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ৯ নভেম্বর বিজ্ঞান পরীক্ষা। ১১ নভেম্বর কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ১২ নভেম্বর গণিত, ১৩ নভেম্বর শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ১৪ নভেম্বর কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত ও পালি পরীক্ষা। ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং ১৮ নভেম্বর চারু ও কারুকলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।